Funded by the European Union

মুরগির টিকা প্রদান কার্যক্রম

LEAN
Leadership to Ensure Adequate Nutrition

মুরগিকে রোগ থেকে রক্ষা করতে টিকা প্রদান বা ভ্যাকসিনেশন হচ্ছে পূর্ব সতর্কতামূলক একটি আবশ্যকীয় কার্যক্রম। কাজেই সুস্থ মুরগিই টিকা প্রদানের যোগ্য। ভ্যাকসিনের উদ্দেশ্য হলো শরীরের এন্টিবডি তৈরি করা, যার ফলে মুরগির শরীর আক্রমণকারী জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা পায়। মূলত মুরগির ক্ষেত্রে রাণীক্ষেত, ফাউলপক্স ও ফাউল কলেরা রোগের জন্য টিকা দেয়া হয়। অধিকাংশ খামার বা বাড়িতে নিয়মিত টিকা প্রদানের অভাবে তথা সচেতনতার অভাবে মুরগি মারা যায় ফলে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হন। সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করে সঠিক মাত্রা ও পদ্ধতিতে সতর্কতার সাথে টিকা দেয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন রোগ থেকে মুরগিকে রক্ষা করা যায়।

টিকা বা ভ্যাকসিন কি?

টিকা বা ভ্যাকসিন বলতে কোন জীবাণুঘটিত রোগের সুনির্দিষ্ট জীবাণু থেকে নেওয়া দ্রব্য থেকে তৈরি যা ঐ নির্দিষ্ট জীবাণু কর্তৃক সৃষ্ট রোগের বিরুদ্ধে দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে।

ভ্যাকসিন হচ্ছে রোগের প্রতিষেধক, যা রোগের মৃত বা জীবিত জীবাণুর অ্যান্টিজেনিক উপকরণ দ্বারা তৈরি। মুরগির দেহে রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরির জন্য টিকা বা ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হয়। যে রোগের জীবাণু দিয়ে টিকাবীজ তৈরি করা হয় টিকাবীজ প্রয়োগের ফলে সে রোগের বিরুদ্ধেই দেহের মধ্যে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠে।

মুরগির টিকা

টিকা একটি রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা। মোরগ-মুরগির কতগুলো মহামারি রোগ আছে যার চিকিৎসায় ভাল ফল পাওয়া যায় না। এজন্য পূর্বেই সুস্থ অবস্থায় দেহাভ্যন্তরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টির লক্ষ্যে টিকা প্রয়োগ করা হয়।

টিকা প্রয়োগে করণীয় ও সতর্কতা

মুরগির বাচ্চাকে টিকা প্রদান

- টিকা অবশ্যই ঠান্ডা অবস্থায় ফ্রিজের মধ্যে ২-৬ ডিগ্রি সেঃ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হবে।
- ফ্লাক্সে বরফসহ টিকা বহন করতে হবে।
- টিকা সবসময় ছায়াতে গোলাতে হবে। অবশিষ্ট গোলানো টিকা ফ্রিজে রেখে পুনরায় তা ব্যবহার করা যাবে না।
- ভোর বেলা অথবা সন্ধার পর ঠান্ডা পরিবেশে ভ্যাকসিন দেওয়া।
- ভ্যাকসিন ব্যবহারের মেয়াদকাল অনুসরণ করা।
- টিকা অবশ্যই প্রস্তুতকারীর নির্দেশ মোতাবেক ডাইলুয়েন্ট বা ডিস্টিল ওয়াটারে গোলাতে হবে।
- টিকা প্রদানের সময় যেন হাতের গরম লেগে টিকা গরম না হয়, সেজন্য টিকা মেশানোর পর পরিস্কার কাপড় বরফে ভিজিয়ে টিকার বোতল জড়িয়ে টিকা প্রদান করতে হবে।
- চোখে ফোঁটার মাধ্যমে টিকা প্রয়োগের সময় ফোঁটা দেওয়ার পর মুরগির বাচ্চাটিকে একটু সময় হাতে ধরে রাখতে হবে এবং বাচ্চাটি টিকার ফোঁটাটি গিলে নিয়েছে কি না তা নিশ্চিত হবার পরই আস্তে আস্তে বাচ্চাটিকে ছাড়তে হবে।
- টিকা দেওয়ার যন্ত্রপাতি রাসায়নিক দ্রব্য বা জীবাণুনাশক দ্বারা পরিস্কার করা উচিৎ নয়। শুধুমাত্র ফুটন্ত গরম পানি দিয়ে পরিস্কার করলেই চলবে।
- রোগাক্রান্ত মোরগ-মুরগিকে কোন টিকা দেওয়া যাবে না। তবে রোগ সেরে যাওয়ার কমপক্ষে ১ সপ্তাহ পর টিকা দেওয়া যেতে পারে।
- টিকা দেওয়ার একদিন আগে ও পরে মাল্টিভিটামিন প্রয়োগ করতে হবে যাতে বাচ্চা টিকাজনিত ধকল থেকে রক্ষা পায় এবং টিকার কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।
- খাবার পানির সাথে ভ্যাকসিনেশনের সময় ৩-৪ ঘন্টা পানি পান করা থেকে বিরত রাখা।
- ভ্যাকসিন গুলানোর পর ২ ঘন্টার মধ্যেই ব্যবহার করা।
- ৭ দিন বা তার কম সময়ের মধ্যে অন্য কোন রোগের টিকা প্রদান না করা।

ডানার নিচে পালক ও শিরাহীন স্থানে টিকা প্রদান

মুরগির রোগ ও টিকা প্রয়োগের ক্যালেন্ডার

বছরের অধিকহারে প্রধান তিনটি রোগে আক্রান্ত হওয়ার সময়/মাস এবং তদানুযায়ী টিকা প্রদান কার্যক্রম

রোগের নাম	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
রাণীক্ষেত												
ফাউলপক্স												
ফাউল কলেরা												

রোগের লক্ষণ

রাণীক্ষেত রোগে বারবার হলুদ বা সবুজ রংয়ের পাতলা পায়খানা হয়। রোগাক্রান্ত মুরগি খুড়িয়ে হাটে। তীব্র রোগের ক্ষেত্রে পাখা মাটির সাথে ঝাঁপটিয়ে বুকে ভর দিয়ে চলার চেষ্টা করে। খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দেয়।

ফাউলপক্স রোগে চুনের মত পাতলা পায়খানা করে। হাচি, কাশি বা নাক দিয়ে পানি বা শ্লেষা পড়ে। মুখ হা করে লম্বা শ্বাস টানে এবং গলায় ঘড়ঘড় শব্দ হয়। ডানা ঝুলে পড়ে বা অবশ হয়ে যায়।

ফাউল কলেরা রোগে মোরগ-মুরগির ঝুঁটি, কানের লতি ইত্যাদিতে শক্ত গুটি দেখা যায় এবং ও ক্ষতের সৃষ্টি হয়। চোখের পাতার উপর ঘা হয় এবং পাতা ফুলে চোখ আংশিক বা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

ভ্যাকসিনেশন সিডিউল

টিকার নাম	রোগ	বয়স	প্রয়োগের স্থান	চেনার উপায়	মিশ্রণ পদ্ধতি	প্রয়োগ মাত্রা ও নিয়ম
বিসিআরডিভি	রাণীক্ষেত	৩-৭ দিন	চোখে	সবুজ রং এর অ্যাম্পুল	১০০ ফোটা ডিস্টিল ওয়াটার দিয়ে গোলাতে হবে	ড্রপারের দ্বারা একচোখে এক ফোটা এবং বাচ্চা ঢোক গিলা পর্যন্ত ধরে রাখা।
পিজিয়ন পক্স	ফাউল পক্স	৭-১০ দিন	ডানার নিচে পালক ও শিরাহীন স্থানে	ঘিয়ে রং এর অ্যাম্পুল	৬ এমএল ডিস্টিল ওয়াটার দিয়ে গোলাতে হবে	ডানার পালকহীন অংশে
বিসিআরডিভি	রাণীক্ষেত	২০-২১ দিন	চোখে	সবুজ রং এর অ্যাম্পুল	১০০ ফোটা ডিস্টিল ওয়াটার দিয়ে গোলাতে হবে	২-৩ ফোড় / খোঁচা মেরে ঢুকাতে হবে।
ফাউল পক্স	ফাউল পক্স	২৮-৩১ দিন	ডানার নিচে পালক ও শিরাহীন স্থানে	লাল রং এর অ্যাম্পুল	৬ এম এল ডিস্টিল ওয়াটার দিয়ে গোলাতে হবে	ড্রপারের দ্বারা একচোখে এক ফোটা এবং বাচ্চা ঢোক গিলা পর্যন্ত ধরে রাখা। (বুষ্টার মাত্রা)
আরডিভি	রাণীক্ষেত	৫০-৬০ দিন	রানের / বুকের মাংসে	সাদা রং এর অ্যাম্পুল	১০০ এম এল ডিস্টিল ওয়াটার দিয়ে গোলাতে হবে	ডানার পালকহীন অংশে ২-৩ ফোড় / খোঁচা মেরে ঢুকাতে হবে।
ফাউল কলেরা	ফাউল কলেরা	৭৫ দিন	বুকের চামড়ার নীচে	বোতলে থাকে	গোলানো থাকে	১ সি সি করে ইনজেকশন
ফাউল কলেরা	ফাউল কলেরা	৯০ দিন	বুকের চামড়ার নীচে	বোতলে থাকে	গোলানো থাকে	১ সি সি করে ইনজেকশন
আরডিভি	রাণীক্ষেত	৪-৫ মাস পরপর	রানের মাংসে	সাদা রং এর অ্যাম্পুল	১০০ এম এল ডিস্টিল ওয়াটার দিয়ে গোলাতে হবে	১ সি সি করে ইনজেকশন (বুষ্টার মাত্রা)

কারিগরি সহযোগিতার জন্য নিকটস্থ প্রাণিসম্পদ বিষয়ক স্থানীয় সেবাদানকারী অথবা প্রাণিসম্পদ অফিসে যোগাযোগ করুন

প্রকাশনায়

লিডারশিপ টু এনশিউর অ্যাডিকোয়েট নিউট্রিশন (LEAN) প্রকল্প

United Purpose Beyond aid | gain Global Alliance for Improved Nutrition | HELVETAS BANGLADESH | IDF | jum | Kingdom of the Netherlands | pennyappeal

যোগাযোগ

হেলভেটাস সুইস ইন্টারকোঅপারেশন ঢাকা অফিস

বাড়ি-৩০/সিডব্লিউএন(এ), রোড-৪২/৪৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।
ফোন-৮৮-০২-৫৮৮২৯২০৮
ইমেইল: infobd@helvetas.org ওয়েব: www.bangladesh.helvetas.org

হেলভেটাস সুইস ইন্টারকোঅপারেশন জেলা LEAN অফিস

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা
জহুরুল ইসলাম ভবন
অর্পনা চৌধুরীপাড়া
খাগড়াছড়ি।

রাঙামাটি পার্বত্য জেলা
মিনতি ম্যানসন (৩য় তলা)
দক্ষিণ বালিদিপুর
রাঙামাটি।

বান্দরবান পার্বত্য জেলা
নির্বাণ হাউস (৩য় তলা)
বোয়াং রোড,
উজানীপাড়া বান্দরবান।

প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট

ইউনাইটেড পারপাস বাংলাদেশ
বাড়ি # ২৬, রোড # ২৮, ব্লক- কে, বনানী, ঢাকা-১২১৩। ফোন:+৮৮-০২-৯৮৫৫২৯৬, ৮৮৩৫৮০০। ইমেইল: info@united-purpose.org ,ওয়েব: www.united-purpose.org